জামাতে পিছলামি এবং একজন ফতেমোল্লা

লুৎফর রহমান রিটন, কানাডা থেকে

দুটি জঙ্গি ইসলামি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। আহলে হাদিস আন্দোলনের জঙ্গি নেতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অপর জঙ্গি নেতা জাগ্রত মুসলিম জনতার সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইকেও গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশে এবং জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ নিষিদ্ধ হবার খবরটি চমকে দেবার মতোই। জোট সরকার এতোদিন ধরে 'বাংলাদেশে কোনো জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব নেই- নেই- নেই' বলেই চিৎকার করছিল। সাপ্তাহিক ২০০০-এ নিয়মিত, প্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত গোলাম মোর্তোজা, অনিরুদ্ধ ইসলাম কিংবা সুমী খানের অনুসন্ধানী সচিত্র প্রতিবেদনগুলো সরকারের দৃষ্টিতে পড়েনি। পড়লেও সরকার প্রতিবেদনগুলোকে পাত্তাই দেয়নি। অথচ এখন দুটি জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ (যদিও এ রকম আরো ৪০টি জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব বাংলাদেশে রয়েছে) ঘোষণা, গালিব-সালাফিসহ কয়েকজন ইসলামি জঙ্গি নেতাকে গ্রেপ্তার এবং বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার নির্দেশ, সবকিছুই প্রমাণ করে, সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদনগুলো কাল্পনিক ছিল না। যদিও জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী জোর গলায় বলেছিলেন, 'বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি। বাস্তবে এই নামে কেউ নেই।' বাস্তবে যার অস্তিত্বই নেই মিডিয়ার সৃষ্টি এমন একজন ব্যক্তিকে সরকার যখন গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়, তখন বুঝতে কারোই বাকি থাকে না, 'জঙ্গিদের নিয়ে সরকারের লুকোচুরি খেলা'র অবসান ঘটতে চলেছে।

জাগ্রত মুসলিম জনতার নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে দেশের ৫০টি জেলায়। গত ৬ বছরে ১৭টি জেলায় তারা গড়ে তুলেছে ১০,০০০ সশস্ত্র কর্মী। পোষা কতগুলো জঙ্গি গোষ্ঠীকে দিয়ে জামায়াত দেশে একের পর এক হত্যাকান্ড, বোমা হামলা এবং গ্রেনেড হামলার কাজগুলো করে নিচ্ছে। অথচ নিজেরা 'হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না' বলে একটা সুফিভাব নিয়ে চলাফেরা করছে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী ভাগিনা রমজানের স্বীকারোক্তি ছিল, সে একজন জামায়াত-শিবির ক্যাডার। ধর্মের কথা বলে তাকে সন্ত্রাসী বানানো হয়েছে। চট্টগ্রামের জামায়াত সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী ছাড়াও মতিউর রহমান নিজামী এবং গোলাম আজম অস্ত্র তুলে দিয়েছে তার হাতে। এবং তাকে দিয়ে মানুষ খুন করিয়েছে ইসলাম ধর্মের নামে। ওদিকে সদ্য গ্রেপ্তার হওয়া ড. গালিবের মতবাদ হচ্ছে- 'জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করে নিতে হবে।'

নিষিদ্ধ-ঘোষিত দুটি জঙ্গি দলসহ আরো ৪০টি জঙ্গি গোষ্ঠীর লেজ এক জায়গায় জুড়ে দিলে যে রসুনটি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, তার নাম জামায়াতে ইসলামী। মুখে ইসলামের কথা বললেও আদতে জামায়াত হচ্ছে আল্ কোরআনের মারাত্মক লঙ্ঘনকারী এবং ইসলামের এক নম্বর শত্রু। কোরআন রসুল আর ইসলামের দোহাই দিয়ে তারা যেতে চায় রাষ্ট্র-ক্ষমতায়। যদিও প্রকৃত ইসলাম আর কোরআন থেকে তাদের অবস্থান যোজন যোজন দূরে। কোরআন-হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে তারা মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে যুগ যুগ ধরে। কোরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখা সাধারণ মানুষকে তারা জানতে দিচ্ছে না। ইসলামের আবরণে ফতোয়ার গামছায় সাধারণত মানুষের চোখ বেঁধে তাদের অন্ধকারে রেখে জামায়াত যেতে চায় রাষ্ট্র-ক্ষমতায়। অরাজনৈতিক ইসলামকে তারা পরিণত করেছে রাজনৈতিক ইসলামে।

কানাডার টরন্টো শহরে বসবাসকারী একজন ফতেমোল্লা জামায়াতের মুখোশ উন্মোচন করে চলেছেন অবিরাম তাঁর ওয়েবসাইট জামাতে পিছলামি ডটকমের মাধ্যমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োকেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স হাসান মাহমুদ ১৯৭৫ সালে দেশ ছেড়েছেন। প্রথমে মধ্যপ্রাচ্য। সেখান থেকে ১৫ বছর পর কানাডায় আসেন তিনি ১৯৯০ সালে। অসাধারণ পান্ডিত্য আর বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হাসান মাহমুদ 'ফতেমোল্লা ছদ্মনামে জামায়াতের আসল চেহারা বা স্বরূপ উন্মোচনের কাজে আত্মনিয়োগ করে তার ওয়েবসাইটে লিখে চলেছেন একের পর এক নিবন্ধ। যে নিবন্ধগুলোর যুক্তি-প্রমাণ-রেফারেন্সসমূহকে চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্তি জামায়াতের আছে বলে মনে হয় না। একজন সঙ্গীতশিল্পী, নাট্যশিল্পী এবং আবৃত্তি শিল্পী হিসেবেও তিনি অনন্য। কানাডার টেলিভিশনে ধর্মবিষয়ক টকশোতে অংশ নেন তিনি। ইউরোপ-আমেরিকায় বিভিন্ন সেমিনার

কোরআন রসুল আর ইসলামের দোহাই দিয়ে তারা যেতে চায় রাষ্ট্র-ক্ষমতায়। যদিও প্রকৃত ইসলাম আর কোরআন থেকে তাদের অবস্থান যোজন যোজন দূরে। কোরআন-হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে তারা মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে যুগ যুগ ধরে। কোরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখা সাধারণ মানুষকে তারা জানতে দিচ্ছে না। ইসলামের আবরণে ফতোয়ার গামছায় সাধারণত মানুষের চোখ বেঁধে তাদের অন্ধকারে রেখে জামায়াত যেতে চায় রাষ্ট্র-ক্ষমতায়। অরাজনৈতিক ইসলামকে তারা পরিণত করেছে রাজনৈতিক ইসলামে

ও ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে তাঁর ডাক পড়ে। তিনি সেখানে প্রকৃত ইসলামের অরাজনৈতিক মর্মবাণী শোনান। ইসলামে রাজনীতি মেশানোর কুফল তুলে ধরেন দলিলসহ।

জামাত পিছলামি ডটকম ওয়েবসাইটটি ভিজিট করার পর সম্প্রতি মুখোমুখি হয়েছিলাম ফতেমোল্লার। বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে আমাদের আলাপচারিতার নির্বাচিত অংশ সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের জন্য এখানে তুলে ধরছি-

আপনার ওয়েবসাইটের নাম জামাত পিছলামি। নামের মধ্যে এ রকম ব্যঙ্গ কেন?

ফতেমোল্লা : ইসলামের নামে জামায়াত যা করছে তা পিছলামি মাত্র। এ সাইটে রঙ্গ আছে, ব্যঙ্গ আছে, আর আছে ইসলামের মূল দলিল। রঙ্গরস জিনিসটা বাঙালি খুবই পছন্দ করে। একাত্তরের কেয়ামতেও আমাদের এক নম্বর অনুপ্রেরণা ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্র।

জামায়াত সম্বন্ধে আপনি দেশের লোককে কি বলতে চান?

ফতেমোল্লা : জামায়াত আসলে কি? জামায়াত হলো মওলানা মৌদুদির উদ্ধৃত ঘোষণা 'ধরাপৃষ্ঠ হাতে প্রতিটি অনৈসলামিক সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া ইসলাম সেস্থলে ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়' (জিহাদ ইন ইসলাম পৃঃ ২৪)। এ ঘোষণা দুনিয়ার সমস্ত অমুসলমানের বিরুদ্ধে একটা অঘোষিত যুদ্ধ ছাড়া কিছুই নয়। এমন একটা ঘোষণার পরে কিভাবে ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা সম্ভব? কোরআন মোতাবেক ইসলাম হলো মানুষের নৈতিক পথনির্দেশ, রাষ্ট্র বা আইনের ডান্ডা নয়। সে জন্যই কোরআন পরিষ্কার ভাষায় সব নবীকেই বলেছে, নবীজি হজরত মুহম্মদ (দঃ)কেও বলেছে- 'তুমি তাহাদের শাসক নও' ইত্যাদি। সে জন্যই আমাদের আউলিয়ারা আর ইমামরা রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছেন। রাজনীতি হলো ক্ষমতার লড়াই, সেখানে মিথ্যা কথা, ষড়যন্ত্র আর খুন-খারাবি থাকবেই। মুসলমানের ১৪০০ বছরের ইতিহাস ক্ষমতা-দখলের আর মুসলমান-খুনের রক্তাক্ত ইতিহাস। এটাই জামায়াতের দর্শনপুরোটাই ইসলামবিরোধী। নবীজি হয়তো কল্পনাও করেননি হাজার বছর পরে তার বাণীকে কিছু লোক পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বিকৃত করে শুধু মুসলমানের নয়, পুরো মানবজাতির মারাত্মক ত্রাসে পরিণত করবে।

সাধারণের, না শিক্ষিতদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা চান আপনি? দেশে তো শিক্ষিতের সংখ্যা নিতান্তই কম। অথচ আপনার সাইট তত্ত্ব, তথ্য, দলিল-দস্তাবেজ ও রেফারেন্সে ভর্তি।

ফতেমোল্লা : শিক্ষিতের সংখ্যা কম হলেও যেকোনো দেশে শিক্ষিতরাই সামাজিক বিবর্তনকে দিক-নির্দেশনা দেন, সাধারণ মানুষ শুধু অনুসরণ করে। ১৪০০ বছরে ইসলামের অনেক বিকৃত ব্যাখ্যা হয়েছে, এ ধুলো ঝাড়তে সময় লাগবে, শিক্ষিত সমাজই তা পারবেন। তবে শিক্ষিত বলতে মানসিক মুক্তি হতে হবে। উচ্চশিক্ষিত কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক লোককে কাজে লাগাতে জামায়াত সুদক্ষ, সে দিকটাও দেখতে হবে।

ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে এবং কানাডার টেলিভিশনে আপনাকে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, আপনি বক্তব্য রাখেন, তাতে লাভটা কি হয়?

ফতেমোল্লা : সব জায়গাতেই আমি দাবি করি যে মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত কোটি কোটি সাধারণ মুসলমান ১৪০০ বছর ধরে শান্তির জীবন যাপন করেছে, এই সত্যটাই প্রমাণ করে যে ইসলামে শান্তি আছে। দলিল দেখাই যে ইসলামে প্রচুর সহমর্মিতা আছে, সহযোগিতা আছে, বহুমাত্রিকতা আছে। কোরআনের আক্ষরিক অপব্যাখ্যা করে রাজনৈতিক ইসলাম কিভাবে মুসলিমকে আর বিশ্বমানবকে ঠকাচ্ছে, সে দলিলও দেখাই। এও মনে করিয়ে দিই, রাজনৈতিক ইসলামকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো বিশ্বের অরাজনৈতিক মুসলমান, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ কথাগুলো দুনিয়াকে বারবার শোনানোর দরকার আছে।

পুরো জিনিসটাই বিভিন্ন পর্বের একটা সংঘবদ্ধ সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। আমি একটা দিক করছি, অন্য দিকগুলো অন্যরা দেখবেন, যাদের সে সুযোগ আছে। কবিতা, ছড়া, গান, নাটক দিয়ে জামায়াতের ইসলামবিরোধী কাজগুলো, দলিলগুলো জনগণের কাছে সহজে এবং উপভোগ্য উপায়ে পৌঁছানো সম্ভব। দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক, লিটল ম্যাগাজিন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সক্রিয় থাকলে দেশ থেকে জামায়াত উচ্ছেদ কঠিন হবে না

আপনার বক্তব্য বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর উপায় কি?

ফতেমোল্লা : পুরো জিনিসটাই বিভিন্ন পর্বের একটা সংঘবদ্ধ সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। আমি একটা দিক করছি, অন্য দিকগুলো অন্যরা দেখবেন, যাদের সে সুযোগ আছে। কবিতা, ছড়া, গান, নাটক দিয়ে জামায়াতের ইসলামবিরোধী কাজগুলো, দলিলগুলো জনগণের কাছে সহজে এবং উপভোগ্য উপায়ে পৌঁছানো সম্ভব। দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক, লিটল ম্যাগাজিন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সক্রিয় থাকলে দেশ থেকে জামায়াত উচ্ছেদ কঠিন হবে না।

ইসলামে নারী অধিকার কি জামায়াত স্বীকার করে? মেনে চলে?

ফতেমোল্লা : মোটেই না। জীবনের বেশির ভাগ বোঝা চিরকাল মা-বোনেরাই বয়েছেন। কিন্তু তার প্রতিদান তো দূরের কথা, স্বীকৃতিটুকুও পাননি কোনোদিন। জামায়াত মুখে মিষ্টি কথা বললেও দর্শনে ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় প্রচন্ড নারীবিরোধী। দুটো কথা বোঝা দরকার। প্রথম হলো, নারী তার নারী অধিকার নিয়েই জন্মায়। তাকে তার জন্মগত অধিকার দেয়া ইসলামের কাজ নয়, ইসলামের কাজ হলো সে অধিকার রক্ষা করা। সেটা ইসলাম করেছে, কিন্তু রাজনৈতিক ইসলামই পরে সেটাকে নষ্ট করেছে। পরের ব্যাপারটা হলো, সমাজ যদি তৈরি না হয় তবে কোনো ভালো জিনিসও জোর করে চাপিয়ে দিলে তার পরিমাণ খারাপ হতে বাধ্য।

সমাজকে তৈরি করার দায়িত্ব কার?

ফতেমোল্লা : দায়িত্বটা কারো একার নয়। নেতা, পদ্ধতি এবং আরো অনেক উপাদানের ঘাত-সংঘাতের ভেতর দিয়ে সমাজ এগোয়। কারিশম্যাটিক নেতা পদ্ধতির জন্ম দেন, যেমন বঙ্গবন্ধু। আবার পদ্ধতিও নেতার জন্ম দেয়। এ দুটোর মধ্যে ঘাটতি থাকলে সমাজের অগ্রগতি বাধা পায়, যার শিকার এখন বাংলাদেশ।

জানতে চেয়েছিলাম, জামায়াত কী নারী অধিকার মেনে চলে?

ফতেমোল্লা : নবীজির সমাজে মানবাধিকার বা নারী অধিকারের কোনো ধারণাই ছিলো না। সে সমাজের গ্রহণ করার ক্ষমতা যেটুকু ছিল কোরআন প্রত্যক্ষভাবে সেটুকুই দিয়েছে। বাকি দিয়েছে পথনির্দেশ, এগিয়ে যাবার জন্য। সেটা মানলেই আমরা এতোদিনে পুরুষ-নারী 'তোমরা পরস্পরের পোশাকস্বরূপ'-এ পৌঁছে যেতাম। কিন্তু রাজনৈতিক ইসলাম শুরুটাকেই

শেষ হিসেবে ধরে নিয়ে প্রচন্ড নারীবিরোধী হয়ে উঠেছে। মুসলিমের অতীত ইতিহাস আর বর্তমান তার সাক্ষী।

ইসলাম কি নারী নেতৃত্ব অনুমোদন করে?

ফতেমোল্লা : এটা কি সম্ভব যে অর্ধেকের বেশি মুসলমানকে ইসলাম পঙ্গু করে রাখবে? নারীর বিরুদ্ধে এটা রাজনৈতিক ইসলামের ষড়যন্ত্র মাত্র। আবু বাকারা নামে একটা মাত্র লোকের একটা মাত্র হাদিসের ওপরে রাজনৈতিক ইসলামের এই দর্শন প্রতিষ্ঠিত। লোকটা ছিল ধূর্ত ও মিথ্যাবাদী, নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করায় হজরত ওমরের আদালতে তার শাস্তি হয়েছিল। অথচ ওই এক মিথ্যাবাদীর কথাতেই জামায়াত নিজেদের মা-বোনের ওপরে এই করাত চালিয়ে যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে।

জামায়াত বলেছিল নারী-নেতৃত্ব হারাম। সেই জামায়াতই এখন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সামিল হয়েছে সরকারে। সে হারাম এখন হালাল হল কিভাবে?

ফতেমোল্লা : জামায়াতের গোপন থলিতে এমন অনেক পরস্পর বিরোধী তত্ত্বই তৈরি রাখা আছে। রাষ্ট্র-ক্ষমতায় যাবার জন্য যখন যেটা দরকার জামায়াত সেটা বের করে কাজে লাগাতে সুদক্ষ। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাস্তবে নারী- নেতৃত্ব ইসলামে কখনোই হারাম ছিল না। আমার সাইটে দেখুন, ইতিহাসে আমরা অন্তত পনেরোজন সার্বভৌম মুসলিম রানী পাই যাঁরা সাফল্যের সঙ্গে রাজ্য-শাসন করেছেন। তখনকার মওলানারাও রানীদেরকে সমর্থন করেছেন। সুলতানা রাজিয়াকে সমর্থন করেছিলেন তৎকালীন মুসলিম খলিফা আল মুস্তানসির।

ইসলাম কি হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান বা অন্য ধর্মের নারীকে ধর্ষণ অনুমোদন করে?

ফতেমোল্লা : প্রশ্নই ওঠে না। ইসলাম কখনোই ধর্ষণ অনুমোদন করে না। আমাদের নবী রহমতুল্লিল আল আমিন। অর্থাৎ তিনি শুধু মুসলমানের নন, সমগ্র মানব জাতির প্রতি রহমতস্বরূপ।

কিন্তু ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকালে ইসলামের নামে জামাতিরা নারী ধর্ষণ করেছে। শুধু সংখ্যালঘু নয়, লাখ লাখ মুসলমান নারীও ধর্ষিতা হয়েছেন। একাত্তরে শর্ষিনার পীর মওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ 'গনিমতের মাল' আখ্যা দিয়ে ধর্ষণকে জায়েজও করেছিলেন।

ফতেমোল্লা : এটা রাজনৈতিক ইসলামের চূড়ান্ত বীভৎস রূপ। ওদের এ ধরনের পাশবিকতার জন্যই বিশ্বে ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে, ভিক্টিমাইজড হচ্ছেন সাধারণ মুসলমানেরা।

অথচ শর্ষিনার এই পীরকেই জিয়ার শাসনামলে ১৯৮০ সালে দেয়া হয়েছে 'স্বাধীনতা পদক'।

ফতেমোল্লা : আমাদের মুক্তিযুদ্ধ-মুক্তিযোদ্ধা-আমাদের শহীদ-পতাকা- দেশ-জাতি সবাইকে অপমান করা হয়েছে এই ঘৃণ্য অপকর্মে। জামায়াতের মতো অশুভ শক্তি দেশে ঘাঁটি গাড়তে পেরেছে ক্রমাগত এসব সরকারি অপকর্মের জন্যই।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করাকে ইসলাম কি অনুমোদন করে?

ফতেমোল্লা : প্রশ্নই ওঠে না। 'পয়গম্বর' শব্দটার অর্থই হলো 'পয়গাম' অর্থাৎ বার্তা-বহনকারী, রাজনীতিক নয়। কোরআন অন্যান্য নবী ও শেষ পয়গম্বরকে শুধু পয়গাম পৌঁছে দিতে বলেছে এবং বলেছে- 'তুমি তাহাদের শাসক নও'। আমার সাইটে 'খাম্বা' নিবন্ধ পড়ে দেখুন, অনেক প্রমাণ পাবেন। আমাদের ইমামেরা আর ইসলাম, প্রচারকেরাও রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছেন। ইসলাম পাঁচটা অরাজনৈতিক স্তম্ভের ওপরে সুপ্রতিষ্ঠিত, কলমা, রোজা,নামাজ, হজ, জাকাত। কিন্তু ইসলামের অঙ্গ হিসেবে জামায়াত আমদানি

ইসলামের নামে জামায়াত যা করছে তা পিছলামি মাত্র। এ সাইটে রঙ্গ আছে, ব্যঙ্গ আছে, আর আছে ইসলামের মূল দলিল। রঙ্গরস জিনিসটা বাঙালি খুবই পছন্দ করে। একাত্তরের কেয়ামতেও আমাদের এক নম্বর অনুপ্রেরণা ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্র

করেছে ছয় নম্বর খাম্বা, যার নাম ইসলামী রাষ্ট্র। মাবিয়া, এজিদ, মারোয়ানের মতো অনৈসলামিক রাজারা খলিফা হয়ে মুসলমানের রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থাকে ইসলামের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ করেছিল তাদের অনৈসলামিক রাজত্বকে ইসলামি দেখানোর জন্য। সর্বনাশটা সেখানেই হয়েছে।

তাহলে কোন্ কোন্ ইমাম ও ইসলাম প্রচারক রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছেন?

ফতেমোল্লা : ইসলামের শ্রেষ্ঠ ইমামদের প্রায় সবাই শত আমন্ত্রণ, প্রলোভন, চাপ ও অত্যাচারের পরেও ইসলাম নিয়ে রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছেন। যেমন, ইমাম বোখারি, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিই, ইমাম মালিক, ইমাম হাম্বল, সবাই। আর ইসলাম প্রচারক? বাংলার ইতিহাসের দিকেই তাকিয়ে দেখুন, হজরত শাহ জালাল, শাহ মখদুম, নেক মর্দান, শাহ বলখী, এঁরা অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েও ক্ষমতা ছেড়ে জনগণের মধ্যে ফিরে এসে আবার ইসলাম প্রচার করেছিলেন, কোনো ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেননি। কারণ, তাঁরা জানতেন, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা দুটো ভিন্ন জিনিস।

ইসলামে সঙ্গীত কি হারাম বা নিষিদ্ধ?

ফতেমোল্লা : সমস্ত সৃষ্টিটাই তো একটা সঙ্গীত, কোরআন নিজেই এক মহা সঙ্গীত। হজরত দাউদ নিজেই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। নবীজির সামনে গান হচ্ছিল, মেয়েরা গান গাইছিল। হজরত আবু বকর এসে সেটাকে থামাতে বললে নবীজি হজরত আবু বকরকেই থামিয়ে দিয়েছিলেন। এই সুন্নত নাকচ করে জামায়াতের শুরু মওদুদী তাঁর 'দি প্রসেস অব ইসলামিক রেভল্যুশন' বইতে সঙ্গীতকে বলেছেন কুৎসিত শিল্প, আগলি আর্টস। আফগানিস্তানে আর পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নারীদের গান ও বিজ্ঞাপনে নারীদের ছবি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। বাংলাদেশেও এমনইটাই হতে বাধ্য যদি জামায়াত ক্ষমতা পায়।

বাংলাদেশে এই দানবকে পরাস্ত করা কি সম্ভব?

ফতেমোল্লা : মুখে যতই কোরআনের নাম নিক জামায়াতের ইসলাম আসলে তাদেরই বানানো ইসলাম। একাত্তরে জামায়াত নিজের স্বজাতির ওপরে গণহত্যা করেছিল সেই হঠাৎ ব্যাপার নয়, জামায়াতের দর্শনেই ওই সন্ত্রাস আছে। মুসলমানের ইতিহাসে ওই অপদর্শন মুসলমানেরই লক্ষ লক্ষ ইসলামের নামে ইসলামকে কলঙ্কিত করে বিশ্ব-মুসলিমের কপালে পরিয়েছে কলঙ্কতিলক। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, আপনার ইসলামের মালিক আপনিই, জামায়াতকে বা আর কাউকে সে মালিকানা দেবেন না। কে মুসলিম আর কে নয়, কোনো অর্বাচীন সে বিচারের ভার হাতে তুলে নিলে তার হাত ভেঙে দিন। আমরা যা বলছি সেটা পরীক্ষা করে দেখুন Jamate Pislami.com-এই বাংলা ওয়েবসাইটে অনেক দলিল রাখা আছে। নবীজি আর কোরআন বারবার বলেছে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করতে। জামায়াতই হচ্ছে সেই বাড়াবাড়ি। জামায়াতকে সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের জলস্থলের মাদুর থেকে উৎখাত না করে জাতি পরিত্রাণ পাবে না, যত দেরি হবে ততই রক্ত ঝরবে। সেনেগাল-তাতারস্থান ইত্যাদি বহু মুসলিম দেশে এ দানব পরাস্ত, বাংলাদেশেও সেটা সম্ভব।

প্রিয় পাঠক, ইসলামের ছদ্মবেশী বিষাক্ত কালনাগিনী জামায়াতকে আর ছাড় দেয়া যায় না। একের পর এক ছোবল মেরে ওরা আসলে হত্যা করতে চায় আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন প্রিয় স্বাধীনতাকে। জামায়াতকে রুখে দাঁড়াবার, জামায়াতকে নিশ্চিহ্ন করা এখনই সময়।

riton bangladesh@yanoo.com